দৈনিক ইনকিলাব 050

তারিখ 23 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রমুক্ত রাজনীতি ঃ একটি মহৎ প্রয়াস

গত ১২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধ করার আইন পাস হয়েছে। কিন্তু এই আইন পাস হওয়ার পূর্বেও দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক অস্ত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে অস্ত্র উদ্ধারের জন্য বহু চেষ্টা করেছেন।

যতবারই অস্ত্র উদ্ধারের উদ্যোগ নেয়া হয় ততবারই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট মূল রাজনৈতিক দল অস্ত্র উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রাজনীতিতে নতুন ইস্যু সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায় এবং অহরহ সভা-সমাবেশ, পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি দিয়ে থাকে এবং যাতায়াত ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষিট করে, জনজীবন অচল করে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে এবং মিল ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বন্ধ করে হরতালের ডাক দেয়। শুধু তাই নয়, অস্ত্র উদ্ধার অভিযান তো দূরের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে কোন পুলিশ ঢুকলেই নাকি এলাকা অপবিত্র হয়ে যায় এবং যার ফলশ্রুতিতে ছাত্র সংগঠনগুলো মূল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় এমন অনভিপ্রেত দুঃখজনক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে যার ফলে কর্তৃপক্ষ অপারগ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঘন ঘন বন্ধ করে দেন। ছাত্রদের অনভিপ্রেত ও সৃষ্ট দুঃখজনক ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে আবার সেই অপকর্মের হোতা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আবেদন করেন।

ছাত্র সংগঠনের সাথে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদেরকে একচেটিয়া দেশপ্রেমিক দাবী করেন এবং সহযোগী ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি দিয়ে থাকেন। এইভাবে রাজনৈতিক নেতারাই দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার পাদপীঠ থেকে আরম্ভ করে স্কুল-কলেজগুলোতে পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর মাধ্যমে অস্ত্রের রাজনীতি দিনের পর দিন জিইয়ে রাখছেন। সংসদে আইন পাস হয়েছে এটি নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ।

কাগজে-কলমে এই আইন লিপিবদ্ধ থাকলেই হবে না; এই আইনকে কার্যকরী করতে হলে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু আশংকা করা যায় যে, যখনই কর্তৃপক্ষ সঠিক পদক্ষেপ নিতে আরম্ভ করবে তখনই দেখা যাবে যারা আজ সংসদে শিক্ষাঙ্গন থেকে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রস্তাব ও সমর্থন দিয়েছেন তারাই এর বিরুদ্ধে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি দিতে শুরু করেছেন। কারণ ইতিপূর্বে অনেক সময় দেখা গেছে, যখনই বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করার মানসে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়েছেন তখনই ছাত্র সংগঠনগুলোর নিয়ন্ত্রক মূল রাজনৈতিক দলের নেতারা অভিযুক্তদের ছেড়ে দেয়ার জন্য বিবৃতি দিয়েছেন। সাধারণতঃ এই সমস্ত কারণে আইন-শৃংখলারক্ষাকারী সংস্থাগুলোও আজ নিজেদেরকে জড়াতে চায় না। তাই যারা আজ সংসদে শিক্ষাঙ্গন হতে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রস্তাব এবং সমর্থন দিয়েছেন তাদের এখানেই সমাপ্তি টানলে হবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে এই আইন শুধু কাগুজে বাঘ হয়ে থাকবে। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হলে শুধু সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনগুলোকে জড়ালেই চলবে না; তার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর হোতাদের কঠোর শাস্তির বিধান থাকতে হবে। তা না হলে কোন অবস্থাতেই এই আইন কার্যকরী হতে পারে না। যেমন—আজকাল দেখা যায়, যারা বেদেশী মালামাল নিষিদ্ধ করেছেন, বিদেশী কোটি কোটি টাকার অবৈধ উদ্ধারকৃত পণ্য আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছেন, তারাই আবার বিদেশী জিনিস ছাড়া চলতে পারে না। ধরা যাক—৫৫৫ বিদেশী সিগারেট আজ নিষিদ্ধ। কিন্তু বাংলাদেশ সচিবালয়সহ দেশের অন্যান্য সর্বোচ্চ অফিস-আদালতগুলোতে ঢুকলেই প্রথমেই চোখে পড়ে সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিই নির্বিবাদে নিষিদ্ধ ৫৫৫ সিগারেট টানছেন। নিষিদ্ধ পণ্য বন্ধ করার মত যদি শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় তবে বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে যে হারে অস্ত্র এবং বোমা আছে তার চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। তাই অস্ত্র রাজনীতি বন্ধের সহায়ক হিসেবে এই সুপারিশটি গ্রহণযোগ্য কি-না ভেবে দেখা যেতে পারে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল বা দেশের যে কোন স্থানে কোন অস্ত্র উদ্ধার হলে যদি কোন সংস্থা, রাজনৈতিক নেতা বা রাজনৈতিক পার্টি অবৈধ অস্ত্রধারীর সপক্ষে পত্র-পত্রিকায় কোন বিবৃতি বা সুপারিশ করেন বা কোন প্রকার তদবীর করেন তবে তার বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক বিচারের আইন থাকতে হবে। যদি সুপারিশকারী বা বিবৃতি দানকারী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিচারের কোন আইন থাকে তবে সংসদের সর্বসম্মতিক্রমে পাসকৃত শিক্ষাঙ্গন থেকে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধের আইন কার্যকরী হবে। আর যদি সংসদে পাসকৃত এই আইন কার্যকরী করার ক্ষেত্রে গাফলতি বা ত্রুটি হয় তবে তার জন্য গোটা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় চরম ধূম্রজালের সৃষ্টি হবে। আর যদি শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র রাজনীতি বন্ধের আইন কার্যকরী হয় তবে দেশ-জাতি-জনগণের জন্য তা নিঃসন্দেহে শুভ ফল বয়ে আনবে। আইন পাস করার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যগণকে জনগণ জানাবে খোশ আমদেদ। যদি এই আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় তবে দেশ-জাতি ও জনগণের অপরিসীম ভোগান্তির জন্য তারা পাবে চরম ধিক্কার। এই আইন কার্যকরী হয়ে জাতির জন্য শুভ সূচনা বয়ে আনুক এই প্রত্যাশাই করি।

এ, কে, এম, শামছুল হক রেনু